দৈনিক ইত্তেফাক
তারিখ ৩১ DEC 2002 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বেগম রোকেয়া পদক ২০০২

দেশের প্রথম মুসলিম মহিলা ডাক্তার জোহরা বেগম কাজী ও রোকেয়া হলের প্রথম প্রভোস্ট অধ্যাপক আখতার ইমাম

আসমা ইকবাল সাথী

এদেশের নারী জাগরণের অগ্রদূত, নারী সমাজের মুক্তি, শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সুযোগ দানকারী মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার ৭০তম মৃত্যুবার্ষিকী ও একই সঙ্গে ১২২তম জন্মবার্ষিকী পালিত হল গত ৯ ডিসেম্বর। এবার রোকেয়া দিবসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বেগম রোকেয়া পদক ২০০২ বিতরণ করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মহিলা ও শিশু বিষয়কমন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হক। এই অনুষ্ঠানে নারী শিক্ষা ও অধিকারের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ ও অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য ২ জন বিশিষ্ট মহিলাকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করা হয়। এরা হচ্ছেন দেশের প্রথম মুসলমান মহিলা চিকিৎসক ডাঃ জোহরা বেগম কাজী এবং ঢাকা কলেজের প্রথম মহিলা শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলের প্রথম প্রভোস্ট অধ্যাপক বেগম আখতার ইমাম।

পদক প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বেগম রোকেয়ার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বেগম রোকেয়া নারী মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তার জীবনকে তিল তিল করে শেষ করেছেন শুধুমাত্র নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য। আমাদের নারী সমাজকে এগিয়ে নিতে পারলে আমরা বিশেষভাবে উপকৃত হব। রোকেয়া পদক ২০০২ প্রাপ্ত প্রবীণ চিকিৎসাবিদ ডাঃ জোহরা বেগম কাজী বাংলাদেশের স্ত্রীরোগ চিকিৎসা ও ধাত্রীবিদ্যার ক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

অধ্যাপক ডাঃ জোহরা বেগম কাজী ১৯১২ সালের ১৫ অক্টোবর মাদারীপুর জেলার কালকিনী থানার গোপালপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা কাজী আবদুস সাত্তার ১৯৮৫ সালে ঢাকার তৎকালীন মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুল থেকে এলএমএফ ডিগ্রী লাভ করেন। পরবর্তীতে সার্জন অব ইন্ডিয়া কোর্স সমাপ্তি করে সারাজীবন চিকিৎসা কর্মে নিয়োজিত ছিলেন। মাতা বেগম আঞ্জুমানেসা শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের খালাত বোন ছিলেন। মূলত বাবা-মার অনুপ্রেরণাই জোহরা বেগমের মূল পুঁজি। ছোটবেলা থেকেই তিনি লেখাপড়ায় ছিলেন বেশ মেধাবী। তার বাল্যশিক্ষা শুরু হয় রাজনান্দগাঁওয়ের রানী সূর্যমুখীর পুত্রিশালাতে। ১৯২৬ সালে এন্ট্রান্স পাস করে তিনি আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তিনি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ২৫ টাকা ও পরে ৩০ টাকা মাসিক বৃত্তি পেতেন। ডাঃ জোহরা বেগম কাজী ইন্টারমিডিয়েটে ... ছোটবেলা থেকেই আমি কবি পেয়েছি ...

দিলেই শুধু নিতাম, কখনও চাইতাম না। এশিয়া মহাদেশের প্রথম মহিলা কলেজ লেডি হার্ডিং ফর ওমেন থেকে তিনি ১৯৩৫ সালে এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করেন। তখন তাকে সম্মানজনক ভাইসরয়ার্স ডিগ্রী প্রদান করা হয়। ১৯৪৭ সালে ডাঃ জোহরা বেগম কাজী লন্ডন থেকে এফআরসিওজি ডিগ্রী লাভ করেন। এরপর তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেন। তারা দুই ভাই, দুই বোন ছিলেন। তার ভাই কাজী আশরাফ মাহমুদ

অধ্যাপক আখতার ইমাম

অধ্যাপক ডাঃ জোহরা বেগম কাজী

ছিলেন হিন্দি কবি ও ছোট বোন শিরিন কাজী ছিলেন ডাক্তার। ১৯৪৮ সালের শেষদিকে তারা সবাই জন্মভূমি বাংলাদেশে চলে আসেন। ঢাকায় আসার পরে তাকে মিটফোর্ডে চাকরির জন্য অফার দিলে তিনি তা ফিরিয়ে দেন এবং পরবর্তীতে ১৯৪৯ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের গাইনী বিভাগের রেজিস্ট্রার হিসেবে যোগদান করেন। পরে ...

ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি রোগীর বাড়ী গিয়েও চিকিৎসা করতেন। এ প্রসঙ্গে ডাঃ জোহরা কাজী বলেন, আমি মানব সেবার জন্য ডাক্তার হয়েছি, পয়সা কামানোর জন্য নয়। ১৯৬৪ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ডাঃ জোহরা বেগম কাজীকে তঘমা-ই-পাকিস্তান খেতাবে ভূষিত করা হয়। এ খেতাব মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথম পেয়েছেন। ডাঃ জোহরা কাজী ভারত কর্তৃক প্রথমবারের মত প্রদত্ত মেডেল পেয়েছেন। এই মেডেলটি বর্তমানে জাদুঘরে রাখা আছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আমি সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হয়েছি এবারের রোকেয়া পদক পেয়ে। জীবনসায়াহ্নে এসে আমি নিজ দেশের সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছি, এর চেয়ে অধিক গৌরবের আর কিছুই নেই। তিনি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, রোকেয়া পদক প্রদান করে আমাকে যে সম্মাননা দেখানো হয়েছে সেজন্য আমি দেশ ও জাতির কাছে কৃতজ্ঞ, সেই সাথে বেগম রোকেয়াকেও আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি।

ডাঃ জোহরা বেগম কাজীর স্বামী রাজ উদ্দিন ভূঁইয়া ছিলেন নরসিংদী জেলার রায়পুর থানার হাতিরদিয়ার জমিদার। এছাড়াও তিনি ছিলেন একজন সমাজসেবক এবং MNA, MLC ও MP. মাত্র ৫৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

ডাঃ জোহরা বর্তমান সময়ের ডাক্তারদের জন্য বলেন, মানুষের সেবা করাই ডাক্তারের পরম ধর্ম হওয়া উচিত।

জীবনে চলার জন্য টাকা প্রয়োজন কিন্তু অতিরিক্ত কোন কিছুই ভাল নয়। তিনি বলেন, এখনকার প্রতিষ্ঠিত ডাক্তারদের অনেকেই আমার ছাত্র। বাংলাদেশের সাবেক প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজা চৌধুরীও আমার ছাত্র ছিল।

বর্তমানে ডাঃ জোহরা বেগম কাজী শারীরিকভাবে অসুস্থ। বেশ কিছুদিন আগে তিনি মাথায় আঘাত পেয়েছেন। ফলে এখন আর সব স্মৃতি আগের মত মনে করতে পারেন না। তিনি সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন। বর্তমানে তার বয়স ৯১ বছর।

রোকেয়া পদক ২০০২ প্রাপ্ত ঢাকা কলেজের প্রথম মহিলা শিক্ষক ও রোকেয়া হলের প্রথম প্রভোস্ট অধ্যাপক বেগম আখতার ইমাম প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কাছ থেকে পদক নিতে পারায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এটি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি বলে উল্লেখ করেন। বেগম আখতার ইমাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনার্স এবং ঢাকা ...